আমাদের আনন্দের কারণঃ "প্রভুকে সামনে দেখে শিষ্যেরা তো মহা আনন্দিত! (যোহন ২০ঃ২০)। যীশু হলেন আমাদের সুখ ও আনন্দ। তিনি পরিত্রাতা। মুক্তিদাতার সার্বক্ষণিক সাথী ছিলেন মা মারীয়া। তাই মায়ের নাম উচ্চারণে আমাদের অন্তরে মধুর আনন্দের শিহরণ জাগায়।

আধ্যাত্মিক আধারঃ "দেখ, আমি প্রভুর দাসী!" (লূক ১ঃ৩৮)। পুনরুত্থিত খ্রীষ্টই হলেন সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের আকর। মা ঈশ্বরের সেবাদাসী হিসাবে সেই আধ্যাত্মিক পরম সুন্দরের আধার।তাই সাধু গ্রেগরী বলেন, 'মারীয়া হচ্ছেন এমন আধার ও সিন্দুক যাঁর মধ্যে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব রয়েছে"।

মাননীয়া আধারঃ "কেউ যদি আমার সেবা করতে চায়, তবে সে আমার পথেই চলুক; তা হলে আমি যেখানে থাকবো, আমার সেবকও সেখানে থাকতে পাবেই। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন" (যোহন ১২ঃ ২৬)। মা তাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে 'হ্যা' বলা ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি সকল সম্মান, গৌরব ও বিশ্বাসীবর্গের শক্তি হিসাবে কাজ করেছেন।

পরম ভক্তির আধারঃ "তাঁর এই দীন দাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি" (লূক ১ঃ৪৮)। ভক্তির উৎসে রয়েছে ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে সমস্ত অন্তর, মন, হৃদয় ও শক্তি দিয়ে ভালবাসা। মার জীবনব্রতও ছিল তাই।
নিগূঢ় গোলাপঃ "আর তোমার নিজের প্রাণও একদিন যেন এক খঙ্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে" (লূক ২ঃ৩৫)। গোলাপ ফুল হচ্ছে সুন্দর ও কষ্টের প্রতীক। মা হচ্ছেন সকলের ভালবাসার জননী কারণ ঐশপ্রেম তাঁর গর্ভে দেহধারণ করেছিলেন। যীশুর ক্রুশের নিচে থেকে তিনি সে প্রেমের সাক্ষী হয়েছিলেন।

দাউদের দুর্গঃ "তোমরা জেগে থাক আর প্রার্থনা কর, যাতে প্রলোভনে না পড়" (মথি ২৬ঃ৪১)। যীশু রাজা দাউদের বংশধর। মন্ডলী মা দেখেন দাউদ রাজার কন্যারূপে ও চিরকালীন রাজাধিরাজ ও দেবাধিদেবের মাতারূপে।

হস্তিদন্তের দুর্গঃ "তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে" (মার্ক ১২ঃ৩০)। হাতির দাঁত হচ্ছে শক্তি ও বিশুদ্ধতার প্রতীক। 'তোমার কণ্ঠদেশ, সে তো হস্তিদন্তের দুর্গেরই মত।.....তুমি কত সুন্দর" (পরমগীতি ৭ঃ৫, ৭)। মা হচ্চেন সকল বাহ্যিক ও আত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতীক।

স্বর্ণের গৃহঃ "নিজেদের রত্মপেটিকা খুলে, তাঁকে উপহার দিলেন স্বর্ণ, ধূপ ও গন্ধরস" (মথি ২ঃ১১)। যীশু হলেন স্বর্গ-মর্ত্যের রাজা। পন্ডিতগণ উপহার দানের মধ্য দিয়ে তাঁকে পূজা নিবেদন করেছিলেন। মা সর্বদা সর্বাধিরাজ যীশুকে তাঁর গৃহমন্দিরে রেখেছিলেন।

সন্ধি নিয়মের সিন্দুকঃ "এ যে আমার রক্ত-মহাসন্দির সেই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত হবে" (মথি ২৬ঃ২৮)। ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা পুরাতন সিন্দুকের সাথে তুলনীয়। যীশু হচ্ছেন নব সন্ধির মূর্তপ্রতীক। মা তাঁকেই তার গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

স্বর্গের দ্বারঃ "তোমরা সরু দরজাটা দিয়েই ভেতরে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা কর! কারণ আমি তোমাদের বলেই রাখছি, অনেকেই ভেতরে যেতে চেষ্টা করবে, কিন্তু পারবে না" (লূক ১৩ঃ২৪)।যীশু হলেন পথ, সত্য ও জীবন। অনন্ত জীবন লাভের দ্বার। ভক্তজন যীশুকে খুঁজে পায় মায়ের মাধ্যমে।